

কিভারগার্টেন এসোসিয়েশনের সংবাদ সম্মেলন

কিভারগার্টেনের জন্য পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন আইনের পরিপন্থী

কাজ প্রতীবাদক : বাংলাদেশ
কিভারগার্টেন এসোসিয়েশন আয়োজিত
সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ
বলেছেন, ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষের কিভারগার্টেন
নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির খসড়া
নীতিমালাটি পরবর্তী সময়ে সরকার
অনুমোদন না দিয়ে স্থগিত করে
কিভারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন
করে, যা আইনের পরিপন্থী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, 'দি ইস্ট পাকিস্তান
রেজিস্ট্রেশন অফ প্রাইভেট স্কুলস
অর্ডিন্যান্স' ১৯৬২ সংশোধন করে ১৯৮৯
সালে 'দি রেজিস্ট্রেশন অফ প্রাইভেট স্কুলস
(অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৮৯' প্রণয়ন করা
হয়েছিল তা এখন ও বলবৎ আছে। উক্ত
আইন বহাল রেখে তার পরিপন্থী কোনো
বিধিমালা আইনগত ভিত্তি পেতে পারে না।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স
ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে
নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে
উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কিভারগার্টেন
এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মোঃ
জওহের, ডাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ
কে এম ফজলুল হক, অর্থ সচিব ইসকান্দার
আলী হাওলাদার, শিক্ষা সচিব আনোয়ার
হোসেন ও সাংগঠনিক সচিব শেখ আবু
খালেদ শান্ত সালাম।

সংবাদ সম্মেলনে দি রেজিস্ট্রেশন অফ
প্রাইভেট স্কুলস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট
১৯৮৯-এর অধীনে সহজশর্তে দেশের
সকল বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে
কিভারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান চালু,
কিভারগার্টেনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে
সার্বজনীন শিক্ষার জন্য বিনামূল্যের বই

প্রদান, কিভারগার্টেনকে আয়করের হ
থেকে অব্যাহতিসহ ১৩টি দাবি উপ
করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান সরকার
অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সাইফুর
কিভারগার্টেনের ওপর আয়করের
চাপিয়ে আয়কর বিভাগের
কর্মকর্তাদের দিয়ে হয়রানি করছে।

নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে
সরকার কিছুদিন আগে এ বছরের
শিক্ষা সমগ্র পালন করলো কিভারগা
ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক, এসোসিয়ে
কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২/৪ জন আ
সরকারের খয়েরখাদের নিয়ে শিক্ষা
পালন করে সরকার যদি মনে
দেশের শিক্ষার সার্বিক উন্নতি ব
তাহলে বলতে হবে সরকার এখনো
জগতে বাস করছে।

নেতৃবৃন্দ দেশের কিভারগা
ওপর থেকে সমস্যা সমাধানকল্পে
সালে প্রণীত বিধিমালা নয়, দেশের
ও ইংরেজি মাধ্যম কিভারগার্টেন
সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর
একটি নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি
নীতিমালা প্রণয়ন কা
এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সম্পূর্ণ
এবং গ্রহণযোগ্য নীতিমালার জন্য
মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করে

নেতৃবৃন্দ বলেন, 'অনতি
কিভারগার্টেনকে কেন্দ্র করে
সমস্যাগুলো সরকারকে সমাধান
হবে। অন্যথায় দেশের কিভার
সমাজ উক্ত দাবি-দাওয়াগুলো বা
আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে এ
পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব সরকারকে
করতে হবে।